প্রথম আলো

বৃহস্পতিবার, ২৭ জুলাই ২০১৭

ধানমন্ডির ২৭ নম্বর মোড়ে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি দেখছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন

ঢাকার রাস্তায় দুই মেয়র

সমাধানের ত্বরিত কোনো পথ নেই —আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক বলেছেন, জলাবদ্ধতা নিরসনের ত্বরিত কোনো পথ নেই। কারণ সব খাল বন্ধ। খালের ওপর পাঁচতলা বাড়ি, মাঠ। কোথায় যাবে পানি? তাই খাল উদ্ধার করতে হবে। নতুন খাল বানাতে হবে। যেখানে স্লুইসগেট ছোট হয়ে গেছে, সেখানে সংস্কার আনতে হবে। আপাতত ওয়াসাকেই কাজগুলো করে দিতে হবে।

গতকাল বুধবার ঢাকার জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি দেখতে রাস্তায়

সোনারগাঁও হোটেলের বিপরীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র আনিসুল হক

ওয়াসাকে সিটি করপোরেশনের অধীনে চাই —সাঈদ খোকন

নিজস্ব প্রতিবেদক

রাজধানীর জলাবদ্ধতা নিরসনে ঢাকা ওয়াসাকে সিটি করপোরেশনের অধিভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ সাঈদ খোকন।

গতকাল দুপুরে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের রাপা প্লাজার সামনে মিরপুর রোডের জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ দাবি করেন। জলাবদ্ধতা নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিয়ে সংস্থাটির প্রকৌশল দপ্তরের

নামেন মেয়র আনিসুল হক। তার অংশ হিসেবে মিরপুরের সাংবাদিক খাল এলাকায় সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মেয়র বলেন, 'এখন আমরা গুলশান ১৮ নম্বর থেকে এসেছি, যেখানে লেক করতে গিয়ে একটা বাঁধ দিয়েছিল রাজউক। এর ফলে পানিপ্রবাহ আটকে গেছে। এতে ওই এলাকার ১০টা রাস্তা পুরো ডুবে গেছে। আমরা সকালে ওই বাঁধ কেটে দিয়েছি। এখন পানি নাই। আবার কুড়িলের পাশে দেখে আসলাম নতুন করে খালে মাটি ফেলা হয়েছে। ফলে এটা এমন একটা সমস্যা ফুঁ দিলে সমাধান হবে না।'

আনিসুল হক বলেন, 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। গত বছর যে এলাকায় আমরা পাইপ, রিং বসিয়েছি, সে এলাকায় এ বছর পানি নাই। সময় লাগবে।'

সাংবাদিক খালের পানি নড়ে না। ১০ ফিটের খাল আজকে ২ ফুট। শুধু এটা না, মিরপুরের যত খাল আছে, এক চিত্র, এই তথ্য জানিয়ে আনিসুল হক বলেন, 'আপনারা দেখেছেন গত সপ্তাহে আমরা সমন্বয় সভা করেছি। ওয়াসা দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাইছে। আমরা বলেছি আমরা দায়িত্ব নিতে চাই। কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করা তো অনেক সময়ের ব্যাপার। সুতরাং ওয়াসাকে জরুরি ভিত্তিতে এই খালগুলো খনন করে দিতে হবে। এ ছাড়া কিন্তু পানি নড়ার কোনো রাস্তা নেই।'

কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

সাঈদ খোকন বলেন, মাস্টারপ্ল্যান ছাড়াই ঢাকা শহরের বৃষ্টির পানি অপসারণে ড্রেনগুলো নির্মাণ করেছে ওয়াসা। এখন এই ড্রেনগুলো তারা নিয়মিত পরিষ্কার করে না। এতে অতিবৃষ্টি হলে পুরো নগরে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। তাই আজকের এই জলাবদ্ধতার সম্পূর্ণ দায় ওয়াসা কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। তিনি বলেন, আজকের এই জলাবদ্ধতা প্রমাণ করে ওয়াসা জলাবদ্ধতা নিরসনে ব্যর্থ। এই সংস্থাটিকে অবিলম্বে সিটি করপোরেশনের অধিভুক্ত করতে হবে। অন্যথায় সিটি করপোরেশনের একার পক্ষে জলাবদ্ধতা নিরসন করা অনেক কঠিন কাজ।

ডিএসসিসির মেয়র বলেন, ধানমন্ডি এলাকার বৃষ্টির পানি হাতিরঝিল হয়েই প্রবাহিত হতো। কিন্তু তা বন্ধ করে রাখায় এই এলাকার অধিকাংশ ড্রেন বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এই জলাবদ্ধতা দূর করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে ডিএসসিসি। তিনি বলেন, শহর জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেলেও ওয়াসার কাউকে মাঠে দেখা যাচ্ছে না। নগরবাসীর জন্য তাদের আন্তরিকতা কম। তবে সকাল থেকেই ডিএসসিসির সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ করছেন।

ধানমন্ডির জলাবদ্ধতা পরিদর্শনের সময় সাঈদ খোকনের সঙ্গে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোহাম্মদ বিলাল, প্রধান প্রকৌশলী ফরাজী শাহাবুদ্দিন আহমদ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।